বুলেটিন / শুক্রবার / এপ্রিল ২৪, ২০২২

আপনি কি পড়তে ভালোবাসেন, কিন্তু জীবনের ব্যস্ততার কারনে আপনার পড়ার সময় নাই।

এই বাস্তবতাকে সামনে রেখে আমাদের এই ই-মেইল সিরিজ

‘পাঁচ মিনিটের পড়া’।

‘পাঁচ মিনিটের পড়া’ ই-মেইলের উদ্দেশ্যঃ

- **বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইসলামী লেখকের সাথে পরিচয় করানো।**
- **ব্যস্ততাকে সামনে রেখে বিভিন্ন পুস্তক ও প্রবন্ধ থেকে চুম্বক কিছু অংশ সদস্যদের কাছে নিয়মিত পাঠানো যা পড়তে পাঁচ মিনিটের বেশী সময় লাগবে না।**
- **এর মাধ্যমে, ইনশাল্লাহ, আপনি পরিচিত হবেন নতুন লেখক, তাদের বই ও লেখার সুত্রগুলোর সাথে।**

‘পাঁচ মিনিটের পড়া’ এই ইমেইলগুলো আশাকরি সকলের ভাল লাগবে।

আমাদের সাথে থাকুন!

ইমেইলগুলো ভাল লাগলে আপনার পরিচিতদের কাছে পাঠান এবং "পাঁচ মিনিটের পড়া" ই-মেইল গ্রুপে 'সাইন-আপ' করতে উৎসাহিত করুন।

'সাইন-আপ' ফরমের লিংকঃ

https://conta.cc/3L8sV0k

Probash-e-Publication / Sundorjibon.net
ভাবানুবাদ ও সম্পাদনায়ঃ মাসুদ আলী

হজ্ব: বিশ্ব-মানবতার ঐক্যের ভিত্তি

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ؕ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ

মানুষের মধ্য থেকে যারা সেখানে পৌঁছার সামর্থ্য রাখে, তারা যেন এই গৃহের হজ্জ্ব সম্পন্ন করে, এটি তাদের ওপর আল্লাহর অধিকার। আর যে ব্যক্তি এ নির্দেশ মেনে চলতে অস্বীকার করে তার জেনে রাখা উচিত, আল্লাহ বিশ্ববাসীর মুখাপেক্ষী নন।

আল-ইমরান: আয়াত ৯৭ (আংশিক)

হজ্ব (ইসলামের একটি এবাদত) হল প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে শারীরিক স্বাস্থ্য, ভ্রমণের ক্ষমতা এবং নিরাপদ যাতায়াত সহ আর্থিক সামর্থ্যের শর্তগুলি পূরণ হলে ব্যক্তির জন্য বাধ্যবাধকতা (ফরজ) একটি কাজ।

হজ্ব হল মুসলমানদের বার্ষিক সাধারণ সমাবেশ যা সেই ঘরটি (কাবা) অনুষ্ঠিত হয় যেখান থেকে প্রথমবারের মতো মুসলমানদের কাছে আল্লাহ্‌র বাণী পাঠানো হয়েছিল এবং যা নবী ইব্রাহিমের (আঃ) বিশুদ্ধ বিশ্বাসের জন্মের সাক্ষী ছিল এবং একমাত্র আল্লাহ্‌র এবাদতের জন্য পৃথিবীতে স্থাপিত প্রথম ঘর। তাই, হজ্ব একটি মহান তাৎপর্যপূর্ণ সমাবেশ। পবিত্র বিশ্বাস কেন্দ্রিক এই সমাবেশ তাই মানুষ এবং সৃষ্টিকর্তার মধ্যে সুন্দর যোগসূত্র সৃষ্টি করে।

ঈমান (বিশ্বাস) মানে আল্লাহ্‌র সাথে মানুষের আধ্যাত্মিক যোগাযোগ। এটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি সত্য যে একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছ থেকেই মানুষ তার মানবিক গুনাবলিগুলো অর্জন করেছে। বিশ্ব-মানবতার ঐক্যের ভিত্তি গঠনের জন্য এটি একটি প্রয়োজনীয় ভিত্তি।

তাই যে পবিত্র স্থান থেকে প্রথম মানবজাতিকে বিশুদ্ধ বিশ্বাসের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছিল সেখানে প্রতিটি বছর হজ্বের মত এক আধ্যাত্মিক সমাবেশ মানবতার জন্য আল্লাহর নির্দেশিত এক গুরত্বপুর্ন দায়িত্ব।

সুত্রঃ "In The Shade of The Quran" - Sayyid Qutb, Vol 2, pp. 152, 153

Probash-e-Publication / Sundorjibon.net
ভাবানুবাদ ও সম্পাদনায়ঃ মাসুদ আলী

ঈমানের বিশটি বৈশিষ্ট্য

আজদ সুওয়াইদ ইবনে আল-হারিস গোত্রের একটি প্রতিনিধি দলের একজন সদস্য বর্ণনা করেছেন:

আমি তাদের একজন ছিলাম যাদেরকে আমাদের গোত্রের প্রতিনিধি হিসেবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পাঠানো হয়েছিল। আমরা যখন মসজিদে প্রবেশ করলাম এবং তার সাথে কথা বললাম, তিনি আমাদেরকে দেখে খুশি হলেন।

তিনি আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন আমরা কে? আমরা বললামঃ আমরা মুমিন।

নবী (সাঃ) মুচকি হেসে বললেন: "প্রত্যেক বক্তব্যের একটি বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে। তোমার বক্তব্য এবং তোমার বিশ্বাসের বৈশিষ্ট্য কী?"

আমাদের উত্তর ছিল: "পনেরটি বৈশিষ্ট্য, যার মধ্যে পাঁচটি আমাদেরকে আপনার প্রতিনিধি দ্বারা বিশ্বাস করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল, এবং পাঁচটি আমল (কাজ) বাস্তবায়নের আদেশ দেওয়া হয়েছিল, এবং পাঁচটি ছিল ইসলামের আগে থেকেই আমাদের নৈতিক আচরণ বিধির অংশ, যা আমরা এখনও বজায় রাখেছি যদি না আপনি তাদের যে কোনো একটি বাদ দিতে বলেন।"

নবীজি জিজ্ঞেস করলেনঃ আমার প্রতিনিধিরা তোমাদেরকে যে পাঁচটিতে ঈমান আনতে আদেশ করেছেন তা কি কি?

আমরা বললাম: "তারা আমাদেরকে **আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাব, তাঁর রসূল এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে বিশ্বাস** করার নির্দেশ দিয়েছে।"

নবীজি জিজ্ঞাসা করলেন: "আমার প্রতিনিধিরা তোমাদেকে যে **পাঁচটি আমল (কাজ)** বাস্তবায়নের আদেশ করেছেন তা জন্য কি কি?"

আমরা বললাম: "তারা আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছে যে, **আমরা যেন ঘোষণা দেই- আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই; নামাজ নিয়মিত আদায় করি; যাকাত দেই; রমজান মাসে রোজা রাখি এবং সামর্থ্য থাকলে হজ্জ করি। "**

নবীজি তখন আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন: "প্রাক-ইসলামী যুগে আপনারা যে **পাঁচটি নৈতিক বিধি-বিধান** মেনে চলতেন সে গুলো কি কি?"

আমাদের উত্তর ছিল: **"প্রাচুর্য সময়ে কৃতজ্ঞ হওয়া ও পরীক্ষার সময়ে ধৈর্যশীল হওয়া; এবং ভাগ্যের পরিবর্তনকে সহজে মেনে নেওয়া; শত্রুর মকাবিলার সময় আমাদের প্রতিশ্রুতি ও সততা বজায় রাখা এবং আমাদের শত্রুর পরাজয়ের সময় আনন্দ প্রকাশ না করা।** "

নবী (সাঃ) মন্তব্য করলেন: "এই লোকেরা জ্ঞানী এবং বিদ্বান। প্রকৃতপক্ষে, তারা এত জ্ঞানী যে তারা নবীদের শিক্ষার কাছাকাছি অবস্থান করছে।"

তারপর নবী (সাঃ) বললেন: "আমি আরও পাঁচটি গুণ যোগ করছি যাতে আপনার মোট ২০টি হয়। আপনারা যা বর্ণনা করেছেন তা যদি সত্যিই, তবে **আপনারা যা খেতে পারবেন না তা কখনও মজুদ করবেন না; বসবাসের জন্য ব্যবহার করবেন না এমন ঘর তৈরি করবেন না; আগামীকাল আপনি যা রেখে যাচ্ছেন তার জন্য প্রতিযোগিতা করবেন না; আল্লাহকে ভয় করুন, যার কাছে আপনারা ফিরে যাবেন ও আপনাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে এবং অপেক্ষা করুন সেই পরিস্থিতির (শেষ বিচারের দিনের) যার মুখোমুখি হবেন ও যেখানে চিরকাল থাকবেন তার জন্য** "
[ইবনে কাথির, ইবনে কাইয়িম আল-জাওযিয়াহ]

সুত্রঃ "Muhammad: Man and Prophet" - Adil Salahi, pp. 762, 763

অন্যের অধিকার

যে সব কাজ যার দ্বারা মানবিক অধিকার ক্ষুন্ন হয়; কেউ আঘাতপ্রাপ্ত হয় এবং ব্যক্তি, সম্পত্তি বা মর্যাদা ক্ষতিগ্রস্থ হয় তা সম্পূর্ণরূপে হারাম- ঠিক যেমন শুয়োরের মাংস, অ্যালকোহল বা সুদ খাওয়া হারাম।

বাস্তবতার পেক্ষিতে, জরুরী পরিস্থিতিতে যখন হারাম খাবার খাওয়ার ব্যাপারে কোরআনে কিছুটা নম্রতা দেখানো হয়েছে কিনতু অন্যের সম্পত্তি দখল না করা, গীবত না করা বা অপবাদ না দেওয়ার মতো নিষেধাজ্ঞাগুলি লঙঘনের ক্ষেত্রে কোন অবস্থায় নমনীয়তার সম্ভবনা ইসলাম দেয়নি। এদের শাস্তি শুধু জাহান্নাম। এর চেয়েও খারাপ বিষয় হবে যে, আল্লাহ এই ধরনের অপরাধীদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদের পাপগুলো মাফ করবেন না। (আল-ইমরান / আয়াত ৭৭)

ব্যক্তিগত অধিকার লঙঘন করা হয়েছে এমন ক্ষেত্রে আল্লাহর কাছ থেকে কোন ক্ষমা নেই: ক্ষমা শুধুমাত্র সংশিষ্ট ব্যক্তির কাছ থেকে আসতে পারে - হয় সরাসরি অথবা যখন আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে এই ধরনের ক্ষমা প্রদান করার ব্যাবস্থা করে দিবেন। সুতারং এই ধরনের কাজ থেকে নিজেকে রক্ষা করুন। আর যদি আপনি অন্যের অধিকার লঙঘন করতে থাকেন তবে এই পৃথিবীতে থাকা অবস্থায় তাদের কাছে ক্ষমা চান, নইলে শেষ বিচারের দিন আপনি একেবারে নিঃস্ব ও দেউলিয়া হয়ে পড়বেন।

থেকে সংকলিত:

"আল্লাহর জন্য মৃত্যু ও বেঁচে থাকা" - খুররম মুরাদ